যায়যায়দিন

তারিখ 21 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

নাজনীন কবির

গ্রান্টস কমিশনের সিদ্ধান্ত বিপাকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। একটি দেশ বা জাতির উন্নয়ন অনেকটাই নির্ভর করে সে জাতি কতোটা শিক্ষিত তার ওপর। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নিরক্ষর, যেটা এ জাতির উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষা বিস্তারের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশ কিছু রদবদল করা হয়েছে। চলমান অবস্থা এবং শিক্ষা কার্যক্রমকে পরিবর্তন, সে সঙ্গে শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য গ্রহণ করা হয় মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল।

সংবিধানের ১৭তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুদের বিনা পয়সায় শিক্ষা দেয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় দেশ জুড়ে। সে সঙ্গে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারে সরকারের পাশাপাশি গৃহীত হয় বেশ কিছু প্রাইভেট পদক্ষেপ। উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা মানদণ্ডে নিয়ন্ত্রণে এবং শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে গঠন করা হয় একটি আন্তর্জাতিকসহ বেশ কিছু শিক্ষা কমিশন।

প্রাইভেট পর্যায়ে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাইভেট কার্যক্রমকে সুচারুরূপে এগিয়ে নিতে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গঠন করা হয় ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন। এ কমিশনের মূল দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোর অনুমোদনসহ শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ, সরকারি সহায়তাসহ ন্যায্য বিষয়াদি।

গত দুই দশকে এ দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কার্যক্রমগুলো। প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে চোখ বুলালেই দেখা যায়, নতুন নতুন ইউনিভার্সিটির আকর্ষণীয় সব বিজ্ঞাপন। কার চেয়ে কে কতো ভালো, কে কতো বেশি সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছে তার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত একে অন্যের সঙ্গে। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে ইউনিভার্সিটি আর ছোট ছোট ফ্ল্যাট বাড়িগুলো হয়ে উঠছে ক্লাসরুম।

এসব ইউনিভার্সিটির শিক্ষার মান কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলোচনাসাপেক্ষ, যদিও ১৯৯২ সালে জারিকৃত এক অধ্যাদেশে প্রাপ্ত অধিকার এবং দায়িত্ববলে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের ওপরই এসব ইউনিভার্সিটির মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অর্পিত। সে ক্ষেত্রে অধ্যাদেশ অনুযায়ী মঞ্জুরি কমিশন অবশ্যই ইউনিভার্সিটি পরিদর্শন এবং ছাত্রছাত্রীর জন্য নির্ধারিত শিক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সরকারের কাছে ইউনিভার্সিটি অনুমোদনের সুপারিশ করবে। গ্রান্টস কমিশনে দেয়া রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো অনুমোদন লাভ করে।

এ কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশে এখন শতাধিক ক্যাম্পাসে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং এসব ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও ছাড়িয়ে গেছে লাখের ওপর।

যাহোক ভাবতে ভালো লাগে, বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাবা-মায়েরাও তাদের সর্বস্ব ঢেলে দিচ্ছেন সন্তানের অনাগত ভবিষ্যৎ নিশ্চিতকরণে। লাখ লাখ টাকা খরচ করে এসব ছাত্রছাত্রী একদিন তাদের যোগ্য স্থানে পৌঁছবে, সেটাই অভিভাবকদের কাম্য। তবে মাঝে মধ্যে এসব প্রাইভেট ক্যাম্পাস ঘুরে এলে মজাই লাগে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণের এক নতুন সংস্কৃতি।

সে যাই হোক, সবাই নিজের এবং দেশের উন্নতি চায়। পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো যেখানে যুগোপযোগী পরিবর্তনে অনেক পিছিয়ে সেখানে এ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো বেশ এগিয়ে, এটা আশার বিষয়।

সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন দেশে অবস্থিত ৫৬টি বিদেশি ইউনিভার্সিটির দেশি ক্যাম্পাসকে অবৈধ ঘোষণা করে সেসব ক্যাম্পাসে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের এক চরম অনিশ্চয়তায় ফেলে দেয়। গ্রান্টস কমিশনের কর্মকর্তারা এ প্রসঙ্গে বলেন, *অবৈধ ঘোষণাকৃত ইউনিভার্সিটিগুলোকে বহুবার সতর্ক করা হয়, যাতে তারা ছাত্রছাত্রী ভর্তি না করায়। কেননা এ দেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য যে লাইসেন্সের প্রয়োজন সেটা তাদের নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার ছিল না।*

এছাড়া মঞ্জুরি কমিশন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোকে আবাসিক এলাকা থেকে তাদের ক্যাম্পাস সরিয়ে নিতে বলেছে বলেও শোনা যায়। অবৈধ ঘোষণা করা ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ইউনিভার্সিটি হলো ডেফোডিল ইন্সটিটিউট অফ আইটি, পারদানা কলেজ অফ মালয়শিয়া, নিউ ক্যাসেল ল একাডেমি, আইবিসিএস প্রাইমেক্স লিমিটেড, ভুইয়া একাডেমি, ইবাইস, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, নিউরাল, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ক্যামব্রিয়ান কলেজ অফ কানাডা প্রভৃতি।

এসব ইউনিভার্সিটিতে প্রায় ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়ছে। তারা বর্তমানে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। নিউ ক্যাসেলে ভর্তি হওয়া এক ছাত্র বলেন, *আমি অনেক কষ্ট করে এতোগুলো টাকা খরচ করে এখানে ভর্তি হয়েছি। আর এখন যা শুনছি তাতে করে নিজের ভবিষ্যৎসহ বাবা-মায়ের টাকার ব্যাপারেও সন্দিহান হয়ে পড়ছি।*

বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা জানান, আমরা জানি এসব ইউনিভার্সিটি সরকার অনুমোদিত, যে কারণে এতোগুলো টাকা খরচ করে পড়া। কিন্তু এখন যা শুনছি তাতে করে আমরা আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। কিন্তু আমাদের কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার নয় যে, আজ এতো বছর পর কি গ্রান্টস কমিশনের ঘুম ভাঙলো? এতোদিন তাহলে এসব ইউনিভার্সিটি কিভাবে - তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে? দোষ কার - ইউনিভার্সিটির? সরকারের? না আমাদের?

আমাদের অনেকেরই পড়াশোনা শেষ পর্যায়ে। যেখানে আমরা স্বপ্ন দেখছি চাকরি কিংবা উচ্চ শিক্ষার, সেখানে এমন একটি ঘোষণা আমাদের জন্য সত্যি দুর্ভাগ্যের।

এসব প্রশ্নের জবাবে পারদানা কলেজ অফ মালয়শিয়া, ডেফোডিল ও ভুইয়া একাডেমিসহ অনেক ইউনিভার্সিটির কর্মকর্তারা বলেন, আমরা গ্রান্টস কমিশন থেকে এ প্রোগ্রামগুলো বন্ধ করার কোনো নোটিশ আগে বা এখনো পাইনি এবং আমরা সরকারের নিয়ম অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি। সেখানে কোনো ধরনের পূর্ব সতর্কতা নোটিশ ব্যতীত হঠাৎ করে এ ধরনের ঘোষণা আমাদের প্রতিষ্ঠান এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট ক্ষতিকর।

আমরা দেশের শিক্ষা বিস্তারে এবং শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সচেতন। আমরা আশা করবো মঞ্জুরি কমিশন তাদের এ কার্যক্রমের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেবে। আমরা জোর গলায় এর প্রতিবাদ জানাই।

দেশের উচ্চ শিক্ষা অর্জনের বিদ্যাপীঠ এ ইউনিভার্সিটিগুলোর সমস্যার আশু সমাধানই আমাদের কাম্য। গ্রান্টস কমিশন এবং ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ দুই পক্ষেরই উচিত নিজেদের মধ্যকার প্রশাসনিক জটিলতাগুলো দ্রুত নিরসন করে জাতির ভবিষ্যৎ, হাজারো ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ শংশয়হীন করা, এবং একইসঙ্গে অভিভাবকদের চিন্তামুক্ত করা।

লেখক : সাংবাদিক